AECC-II (CORE) MIL

BENGALI-I (Sem-II) (General)

বিষয়:- কবিতা ও ছোটগল্প

ক. বাংলা কবিতা (নির্বাচিত পাঁচটি)

সাম্যবাদী

কাজী নজরুল ইসলাম

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। 'সাম্যবাদী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? উঃ- 'সর্বহারা'।

২। সাম্যবাদী কবিতাটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল?

উঃ- 'লাঙল' পত্রিকায় ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর।

৩। সাম্যবাদী কবিতায় কোন বিপ্লবের ইঙ্গিত আছে?

উঃ- 'রক্ত বিপ্লব'।

৪। 'তোমাতে রয়েছে সকল দেবতা সকল বাক্যের ভূত্রাণ' - বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন?

উঃ- কবি বলেছেন মানব হৃদয়ের মধ্যেই সকল দেবদেবীর অধিষ্ঠান অথচ মানুষ শাস্ত্রে, পুরাণে, পুঁথিতে অকারণ দেবতার অনুসন্ধান করে।

৫। 'ওইখানে বসে ঈসা মুসা বেশ সত্যের পরিচয়' - এখানে ঈসা ও মুসার পরিচয় দাও।

উঃ- ঈসা হলেন যীশু খ্রীষ্ট, যিনি খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন।

মুসা ইহুদিদের ধর্ম বিধি প্রণয়ন করেছিলেন।

৬। 'কনফুসিয়াস, চার্বাক চেলা,' - এদের পরিচয় দাও।

উঃ- কনফুসিয়াস হলেন চীন দেশের মানুষ, তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক, ধর্মগুরু, রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাবিদ।

Scanned with CamScanner

চার্বাক হলেন বৃহস্পতির (দেবগুরু) শিষ্য, চার্বাক মনে করতেন যে মরেতন দেহ ছাড়া আত্মা নেই, তিনি আরও বলেছিলেন যে সুখই পরম পুরুষার্থ, প্রত্যক্ষ মাত্রই প্রমাণ,

৭। শতদ্রুতে হৈমন্তীর যেকোন চারটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ,

উঃ- অগ্নিবীণা (১৯২২), দোলন চাঁপা (১৯২৩), বিষের বাঁশী (১৯২৪), ছায়ানট (১৯২৫),

মহুয়ার দেশ

সমর সেন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। 'মহুয়ার দেশে' কবিতাটি কবি সমর সেনের কোন কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে?

উঃ- 'কয়েকটি কবিতা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে,

২। 'মহুয়া' কথার অর্থ কী?

উঃ- মহুয়া বা 'মউল ফুল'- যার রস থেকে সরলবার মাদক প্রস্তুত হয়,

৩। 'অলস সূর্য দেয় উঁকি'- সূর্যকে অলস বলার কারণ কী?

উঃ- সারাদিন বিশ্বভুবনকে আলোকিত করার পরে সূর্য যখন দিনের শেষে অস্ত যায়, তখন তার আলো অনেকটাই ম্লান হয়ে আসে, এই ম্লান আলোর সূর্যকেই কবি যেন 'অলস' মনে করেছেন,

৪। 'মহুয়ার দেশে' কীসের প্রতীক?

উঃ- মহুয়ার দেশে সবুজ সভ্যতার প্রতীক,

Scanned with CamScanner

৫। কবি কাকে 'জীবের দুঃস্বপ্ন' বলেছেন?

উঃ- ধোঁয়ার বঙ্কিম নিঃশ্বাসকে কবি 'জীবের দুঃস্বপ্ন' বলেছেন,

৬। কবি কোথায় বহুরূপের গল্প লিখতে বসেছেন?

উঃ- সাহিত্যিক সত্যতায় জর্জরিত কবি তাঁর লেখনির উপর বহুরূপের গল্প লিখতে বসেছেন,

'আমি'
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭। 'আমি' কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা কর,

উঃ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'আমি', কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ২৫ই চৈত্র ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে রচনা করেন, যিনি অসীম তিনি মানুষের সীমানায় ধরা দিয়ে সার্থক হয়েছেন 'আমি' রূপে, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই 'আমি' বিরাজ করেন, কবি বলেছেন সেই 'আমি' সত্তার চেতনার রঙে পাকা হয়েছে সবুজ, পুষ্টি হয়ে উঠেছে রাঙা হয়ে, সেই 'আমি' সত্তা চোখ মেলতে আকাশে তুলে উঠেছে আলো-পূবে-পশ্চিমে, গোলাপের দিকে তাকিয়ে সেই 'আমি' সত্তা বলেছে সুন্দর, সুন্দর হয়ে উঠেছে গোলাপ,

এই ধারণাকে কেউ তত্ত্বকথা বলতে পারেন, - বলতে পারেন, কবির কথা শুধু, কবি বলেছেন, এটাই সত্য, যা সত্য তাই সুন্দর, যা সুন্দর তাই হল সত্য,

Scanned with CamScanner

এখানেই সমস্ত মানুষের হয়ে কবির অহঙ্কার, মানবের সেই অহঙ্কারের মধ্যেই বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প তৈরী হয়েছে, তত্ত্বজ্ঞানীরা ওই দুনি, পান্থা, আলো, গোলাপ, আমি, তুমি - সবকিছুকে মিথ্যা বলতে যাইবেন, কবিশিল্প পুলকিত হয়েছে 'বিশ্ব আমি' অর্থাৎ ভগবানের রচনার আসরে হাতে তুলি নিয়ে, পাত্রে রঙ নিয়ে,

এরপর কবি তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত ধারণার আলোক ঘটিয়েছেন, পণ্ডিত তথা তাত্ত্বিকেরা জানিয়েছেন, বুড়ো চাঁদটা নিষ্ঠুর হয়ে হাসি হেসে মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে পৃথিবীর আঁতুরের কাছে এগিয়ে আসছে, একদিন সাগরে-পর্বতে ঝরস টান দেবে, সব শেষ হয়ে যাবে, দিগ্বিজয়ের সব ভূমাধ্বজ সে নিমেষে ধ্বংস করে, মানুষের কীর্তি, অমরতা সব হারিয়ে যাবে, অশ্রু রশ্মির কালিতে ঢাকা পড়ে যাবে মানুষের ইতিহাস, মানুষের সেই যাবার দিনের চোখ বিশ্ব থেকে ছিনিয়ে নেবে সব রঙ, সমস্ত রস, আকাশের সর্বস্ব কান্তির কঙ্কাল হয়ে, কোথাও আলো জ্বলবে না, বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে, সুর বাজবে না, কবিত্বহীন বিধাতা সেদিন এক নীলিমাহীন আকাশে ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে বসে থাকবেন, সেখানে তখন মানুষ থাকবে না, থাকবে শুধু প্রশ্নহীন মানুষের কঙ্কাল,

Scanned with CamScanner

তখন এই বিরাট বিশ্বভুবনের দূরে-দূরান্তে লোকে-লোকান্তরে কোথাও ধ্বনিত হবে না 'তুমি সুন্দরে'-'আমি ভালবাসি', তখন বিধাতা কি আবার যুগ-যুগান্তর ধরে সাধনা করতে বসবেন, সেই প্রলয় সন্ধ্যায় ভুল করবেন 'কথা কও, কথা কও', বলবেন 'বলো, তুমি সুন্দর', 'বলো, আমি ভালোবাসি'

রবীন্দ্রনাথ গভীর পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রেমমন্ত্রিকতা ও সৌন্দর্যধ্যানে মানুষের ব্যক্তি 'আমি'-র অতল রহস্য সন্ধান করেছেন,

উটপাখি

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

* 'উটপাখি' কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা কর,

উঃ- সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭) কাব্যের প্রথম কবিতা হল 'উটপাখি', উটপাখির উদ্দেশ্যে কবির প্রশ্ন দিয়েই এ কবিতা শুরু হয়েছে, কবি জানতে চেয়েছেন, তাঁর কথা উটপাখি শুনতে পায় কিনা, কবি জানতে চেয়েছেন উটপাখি কোনো মিথ্যা দুলার আশ্রয় নিয়ে মরুভূমির বালুচরে মুখ গুঁজে সময় অতিবাহিত করে? দূর দূর মরুভূমির মাঝে সে কোথায় লুকিয়ে থাকবে? উটপাখিই পারে মৃত্যু থেকে জীবন উত্তরণের পথ দেখাতে, কিন্তু সেই উত্তরণের পথ না দেখিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, কিন্তু কোথায় পালাবে? কত দূরে আর সে? দ্রুতগতিসম্পন্ন উটপাখি যেখানেই পালিয়ে

Scanned with CamScanner

যাবার চেষ্টা করুক না কেন, কল্পনায় তার পায়ের চিহ্ন আঁকা থাকবেই,

দ্বিতীয় স্তবকে কবি উটপাখির মরুরূপকে ব্যক্ত করেছেন, কবি তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যাত্রা ভিন্ন তাপ দিয়ে কোনো লাভ নেই, শরীরের তাপ এবং মনের তাপ, কোনো তাপেই সেই ভিন্ন আর ছোড়া লাগবে না, উটপাখির আত্মকেন্দ্রিক অহিংস ক্ষুধা সন্তানকে ধ্বংস করেছে, শেষে হয়তো নিজেকেও ধ্বংস করবে, আত্মকেন্দ্রিক জীবন নিজেকেই ধ্বংস করে, বাঁচতে হলে সকলকে নিয়ে সকলের জন্য বাঁচতে হবে, এরপর কবি উটপাখিকে বাঁচার যুক্তি দিয়েছেন, মরুভূমি আর সাগর - উভয়েই ভয়ঙ্করতার দিক, তবুও কবির বিশ্বাস এই ভয়ঙ্করতা রক্ষা করার ক্ষমতা উটপাখির আছে,

তৃতীয় স্তবকে কবির উটপাখির সঙ্গে পুনর্মিলন করার পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটেছে, উটপাখিকে লোহার পিঁজরাখানায় বন্দী করে দর্শনীয় বস্তু করে রাখতে চাননি, তাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করার অধিকার কবি দিয়েছেন, 'প্রাণকোরক' অর্থাৎ কবিকল্পী উটপাখির পক্ষে 'কোরকীয় বীজন' অর্থাৎ পাখা তাতে বলাবেশ কবি, উটপাখী সাধারণ কোনো পাখি নয়, তার স্বভাব ও প্রতিপত্তি উনিশশো উনসত্তর সালেও সমাহিমায় বিরাজিত,

Scanned with CamScanner

দাম্পত্য সম্পর্কের পর চতুর্থ স্তবকে কবি ব্রিটেনের প্রসঙ্গ এনেছেন, সমস্ত পৃথিবীতে ব্রিটেনের গৌরবের কবি উটপাখির সঙ্গে সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়ার পক্ষপাতি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে বলেছেন, অন্য সকলে আগেই তাদের পাওনা আদায় করে নিয়েছে, এখন তাদের উপরই সারতীয় দেশ কোটিকের দায়িত্ব, তাই কবির কথা না শুনে উটপাখি শুতুর্মুর্গের মতো মুখ গুঁজে বসে থেকে সর্বস্বান্তের মতো জীবন অতিবাহিত করে নিজেরই ক্ষতিসাধন করে চলেছে,

উটপাখির পক্ষে আর পালিয়ে বাঁচা সম্ভব নয়, হাসি-খুশিতে ভরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঙ্গেই তাকে বেঁচে থাকতে হবে, উভয়ের স্বার্থ-রক্ষার জন্য কবি তাকে লোকসমাজে বাঁধতে চেয়েছেন, উটপাখি অনেকদিন বেঁচে থাকলেও মানুষ তো বেশিদিন বাঁচে না, মানুষকে বেঁচে থাকতে হয় তার সন্তান-সন্ততির মধ্যদিয়েই, উটপাখির সঙ্গে সংসার করার মধ্যদিয়ে কবি উটপাখিকে পরম আত্মীয় করে নিয়েছেন,

— 0 —

Scanned with CamScanner

বড়োবাবুর কাছে নিবেদন

অমিয় চক্রবর্তী

* কবিতার সংক্ষিপ্তসার :-

অমিয় চক্রবর্তীর 'মনীষির রোদ্দুর' (১৯৪২) কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন'।

আধুনিক যন্ত্রচালিত সমাজের শক্তিমান বড়োবাবু নির্বাসিত কেরানীর কাছ থেকে কী কী কেড়ে নিতে পারবেন না কেরানী সে তালিকা তৈরী করেছে, পৃথিবীর সর্বসাধারণের অস্তিত্ব বা অস্তিত্বের পরিচয় হল তার বাস্তুভিটে, সেই সবশ্বন্ত ভূমি নির্বাসিত কেরানীর মতো চাকরের অস্তিত্ব বা অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে, টুকরো টুকরো কথা গেঁথে গেঁথে অসম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করে চিত্রকল্প রচনার মধ্য দিয়ে কবি যে বাংলাদেশের প্রকৃতির স্নিগ্ধ ও মনোরম ছবি এঁকেছেন সহজ-সরলভাবে, আমৃত্যু ভোরের আকাশে চোখ রাখা, ভোরের হাওয়া মুখে মাখা, কুয়োর শীতল জল, সঙ্গীতের কল, বই-পড়া, গ্রীষ্মের দুপুরে বৃষ্টিতে ভেজা, প্রিয়জনকে ভালোবাসা, বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের ঘরসব স্মৃতি বর্ণন করতে করতে বাড়ি ফেরার আশা রেখে কল্পনার জাল বুনে যাওয়া, সবকিছু কেড়ে নিতে পারবে না বড়োবাবু।

Scanned with CamScanner

আধুনিক যান্ত্রিক সমাজের সংস্কারের জটিলতাকে দূরে সরিয়ে রেখে স্মৃতি অর্পণের মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ করাকে শ্রেয় মনে করেছে নির্বাসিত কেরানী, পুরনো গাছের ছায়া, তুলসী-মঞ্চ, নদীর খোড়ো মন্দির, মাতৃভাষার মায়া, সব কিছুতে ত্যাগ করা যায় না, আর্তত্রাণের ট্রেনের কামরায় বসে জানালা দিয়ে তাকানো, বাঁশের মড়াই, কলাগাছ, পুকুর, গ্রামে ঢোকা ফিরিওয়ালার পথ, দুপাশে সবুজ পালায় ভরা ডোবা, মেঘলা আকাশ, কচুরীপানার উপর ফুটে থাকা সুন্দর ফুল, ভরা গঙ্গা, নিমগাছের ছায়া মাখা ছোট নদীর তীর, ভোলা যায় না সবই,

কঙ্কাল, কল্যাণ ও সুন্দরের পূজারী ছিলেন বলেই সন্দেশখালি কবি ছিলেন আদ্যন্ত নিসর্গ-প্রেমিক, অমিয় চক্রবর্তী তাঁর কবিতায় তুলে ধরলেন কেন সুন্দরভাবে বাঁচাই যে জীবনের একমাত্র সাধনা নয়, তাঁর রহস্যও যে জীবনের চরম রহস্য হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না — কঙ্কালের পাশালায় ভর করে দূর সংসার কাছে আসে, বাঁচবার সার্থকতা সেখানেই উপলব্ধি করা যায়, এই কবিতা আর সমকালের কবির জীবনানুভূতি নিঃসংশয়িত একাকার হয়ে গেছে,

— o —

তথ্যসূত্র

১। আধুনিক বাংলা কবিতা (দ্বিতীয় পর্যায়)
কীর্তিদা চৌধুরী

২। কবিতার পরমা কথা
-তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়

৩। রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ
প্রমথনাথ বিশী

Scanned with CamScanner